"তবুও বৃষ্টি আসুক"/একটি পর্যালোচনা
--অধ্যক্ষ তিতাস চৌধুরী

আলোচ্য কবির নাম শফিকুল ইসলাম। তার কবিতার বইয়ের নাম "তবুও বৃষ্টি আসুক"। এতে ছোট বড় ৪১টি কবিতা পত্রস্থ হয়েছে।কবিতার বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায় এটি একটি রোমান্টিক কাব্য। তার অন্য একটি বইয়ের নাম "শ্রাবণ দিনের কাব্য"। তিনি মূলতঃ এবং প্রধানতঃ একজন রোমান্টিক কবি।একজন রোমান্টিক কবির মেজাজ, রুচি চেতনা, আর্তি, আকুলতা, ব্যাকুলতা, প্রেমকাতরতা– সব কিছু কবিতাগুলোকে ঘিরে আছে। শফিকুল ইসলামের কবিতায় কোনো ঘোরপ্যাচ নেই। সহজ-সুন্দর। অলংকারবহুল ও নয়। সহজেই পাঠককে আকর্ষণ করে। তার কবিতায় কোন সান্ধ্য ভাষা নেই। আবার বক্তব্য প্রধান ও নয়। ফলে তার কবিতা, কবিতা হয়ে উঠার ক্ষমতা হারায়নি।

"তবুও বৃষ্টি আসুক" কাব্যগ্রন্থের সবই প্রেমের কবিতা। অবশ্য এর বাইরেও কিছু কবিতা আছে– সেগুলো ও প্রেমের কবিতায় অন্তর্ভূক্ত করা যায়। সুলতা, নন্দিতা, ডি (ডায়না) ও মাধবীকে ঘিরে তার কবিতা আবর্তিত হয়েছে– বিশেষ করে সুলতা। সুলতাকে নিয়ে কবি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। সব শোকগাথা না হলেও সুলতা যে তাকে আকৃষ্ট করেছে, আবিষ্ট করেছে এবং ব্যাকুল করেছে তাতে সন্দেহ নেই।"তবুও বৃষ্টি আসুক" কাব্য থেকে এবার কিছু উদ্ধৃতি দেব। তাতেই কবির হৃদয়ের আবেগ ও উত্তাপ কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

"বহুদিন পর আজ
বাতাসে বৃষ্টির আভাস
সোদা মাটির অমৃত গন্ধ
এখনই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

তারও আগে বৃষ্টি নামুক
আমাদের বিবেকের মরুভূমিতে
সেখানে মানবতা ফুল হয়ে ফুটুক
আর পরিশুদ্ধ হোক ধরা,হৃদয়ের গ্লানি।"

("বহুদিন পর আজ, পৃষ্ঠা ৯-১০)

কিংবা---

"ডি ,এই পৃথিবীর কোলাহলে
একদিন তুমি কণ্ঠ মিলিয়েছিলে,
এই পৃথিবীর রাজপথে
তোমার অমূল্য পদচিহ্ন পড়েছিল,
সময়ের ধারাজলে কালের ঝাপটায়
ক্রমে ক্রমে মুছতে মুছতে